GRRIPP
Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice

সংকট পরবর্তী সময়ে নারীর জীবিকা ও জীবনের পুনঃনির্মাণ

সেলফ ইমপ্লয়েড উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন

ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

প্রসঙ্গ

সেলফ ইমপ্লয়েড উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন (সেওয়া) ভারত একটি রাজ্যভিত্তিক সংস্থা যার লক্ষ হলো এই সংস্থার সকল সদস্যের পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভরতা অর্জন। অন্যান্য রাজ্যের সংস্থার মতো সেওয়া পশ্চিমবঙ্গ এবং সেওয়া ঝাড়খন্ড উপানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নিযুক্ত নারী কর্মীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে থাকে।

ভারতের দুটো রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খন্ডে বসবাসরত নারী কর্মীগণ, যারা উপানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে নিযুক্ত, তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের সঙ্কটময় অবস্থার প্রভাব কেমন তা যাচাই করতে চেয়েছে এই প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল নারী কর্মীগণ, বিশেষ করে গ্রামে বসবাসকারী এবং উপজাতি নারীগণ অতিমারি পরবর্তী বিশ্বের সাথে কীভাবে নিজেদের মানিয়ে নিবেন তা ভালোভাবে উপলব্ধি করা এছাড়াও বিকল্প জীবিকা বাছাইয়ের নির্ধারণ, স্বাধীনতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় প্রবেশের সুযোগ, উভয়কে প্রসারিত করাও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল।

নারী শ্রমিকেরা সমাজে যে ধরনের বাধার মুখোমুখি হন সে সম্পর্কে এই প্রকল্প উপাত্ত এবং আলোচনার ভিত্তিতে এর সম্বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারের জন্য বিভিন্ন কৌশল হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি সেওয়া ভারতের সদস্যদের নিয়ে এমনভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছিল যেন কর্মসংস্থানের জন্যে দশক ধরে চলা সেওয়া আন্দোলনের প্রভাব এবং প্রাসঙ্গিকতা বিভিন্ন পর্যায়ে বাড়ানো যায়।

গবেষণা প্রশ্নমালা:

নারী কর্মীদের পরিপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন কর্মসংস্থান অর্জনে এবং তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়াতে কোন ধরনের জীবিকা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তা খোঁজার চেষ্টা করেছে এই প্রকল্প যেমন কোন ধরনের পরিষেবা নারীদের সর্বোচ্চ সমর্থন দিবে এবং তাদের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে? এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সাক্ষরতা কেমন ভূমিকা পালন করে?

গবেষণা ধরন এবং পদ্ধতি

প্রকল্প বাস্তবায়নে পশ্চিমবঙ্গের ১৫০০ নারী এবং ঝাড়খন্ডের ৬০০ নারীর ওপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এই নমুনার ৫৪% সদস্যই সেওয়া এর অংশ। উপাত্ত সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেছেন সেওয়া এর তৃণমূল পর্যায়ের নারী সহকর্মীরা এই তরুনীদের অনলাইনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা একাধারে সাক্ষাৎকার নিতে পারে এবং সাথে সাথে কোবো টুলবক্সের মতো সফটওয়্যারের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে পারেন। এছাড়া, এই প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে ম্যাপিং উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে কারণ ম্যাপিং উপকরণের মাধ্যমে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ববিদ্যালয় বা বাজারের মত স্থানে কত সহজে যাওয়া যায় তা যেমন নির্ধারণ করা যেতে পারে, একইসাথে কোন ধরনর গণপরিবহন ব্যবস্থা নির্বাচন করলে তার খরচ এবং কোন পথে গমন তাদের জন্য নিরাপদ এরকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নারীরা ম্যাপিং উপকরণের মাধ্যমে পূর্ব থেকেই নিতে পারবে।

সেওয়া একইসাথে দুই ধরনের কাজ করার জন্য প্রশ্নমালা তৈরির মাধ্যমে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রশ্নমালার সাহায্যে যেমন পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড জুড়ে যেসব নারীরা উপানুষ্ঠানিক কাজ যেমন গৃহকর্মী, রাস্তা পরিষ্কারকরণ ইত্যাদি কাজে জড়িত, তাদের জীবনযাত্রা বোঝা যাবে ঠিক একইসাথে উঠতি তরুণীদের মধ্যে যারা তথ্য সংগ্রাহক, যাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নারী বলা যায়, যারা নিজেদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে রাতদিন কাজ করে যাচ্ছে, তাদের জীবনযাত্রাও এই প্রশ্নমালার আওতায় ধরা পড়ে যাবে। এতে করে সেওয়া তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কীভাবে গুছিয়ে নেবে, কেমন করে উভয় ক্ষেত্রের নারীদের জীবনকে আরেকটু উন্নত করা হবে তা নির্ণয় করতে পারবে।

১৯ মে ২০২২, পশ্চিমবঙ্গে স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ
ছবিস্বত্বঃএসডব্লিওএ

মূল অনুসন্ধান

পশ্চিমবঙ্গে বিড়ি শ্রমিক এবং তাঁতিরা মূলত আক্রান্ত হয়েছিল কোভিড-১৯ অতিমারি এবং লকডাউনের দ্বারা। লকডাউনের জন্য বিড়ি শ্রমিকগণ বিড়ির কাঁচামাল আনতে পারতেন না। তা দিয়ে তৈরি পণ্য বিক্রি করতে বাইরে যেতে পারতেন না। এই কারণে বিড়ি উৎপাদন থেমে যাওয়ায় কর্মসংস্থান এবং আয়ের উৎস কমে গিয়েছিল আর্থিক দুর্দশা বেড়ে গিয়েছিল এবং সংঘবদ্ধতার অভাব দেখা দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে যেসব নারী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা হয়েছে তাদের বেশিরভাগের স্বামী, যারা কিনা অভিবাসী শ্রমিক, তারা সংসারের খরচ চালানোর দায়িত্ব প্রতিনিয়ত ছেড়ে দিচ্ছে নারীদের ওপর। এসকল নারীদের মধ্যে ৫৮% মূলধন হিসেবে ব্যাংক থেকে সঞ্চয় এর বিপরীতে ঋণ নেয়। অন্যদিকে প্রায় ৩৫% বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী যেমন হস্তশিল্পি বা তাঁতি গোষ্ঠী, নির্মাণ শ্রমিক গোষ্ঠী, গৃহকর্মী, দর্জি, পয়ঃনিষ্কাশন শ্রমিক এবং মুদি দোকানের মালিক; ইত্যাদি গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল।অন্যদিকে, ঝাড়খন্ডে মৌসুমী বেকারত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যা নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে প্রকট। বর্ষাকালে এর মাত্রা তীব্র হয় যখন কাজের উৎস কমে যায়। পাশাপাশি ঠিকাদারেরা শ্রমিক হিসেবে শিশুদেরকে, বিশেষ করে কিশোরীদের পছন্দ করেন আবার বিভিন্ন সময় বালি উত্তোলন কর্মীদের ধর্মঘট দেখা যায়। এসব কারণে শ্রমিকদের কাজের অভাব থাকে প্রায় দেড় মাসের জন্য। মুনলাইটিং(একইসাথে একাধিক জীবিকায় নিযুক্ত থাকা) এসকল শ্রমিকদের মধ্যে খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার। যেমন, যাদের কাছে চাষাবাদ আয়ের প্রধান উৎস, তারা আয়ের বিকল্প উৎস হিসেবে নির্মাণ শ্রমিকের কাজও করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা এবং কাজের নিরাপত্তা শুধুমাত্র নির্ধারিত সময়ে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিকদের মধ্যে লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, এদের মধ্যেও একটা অংশ এই সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

সুপারিশ

এই গবেষণায় একাধিক বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে নারী যেমন তার খাদ্য, আর্থিক, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে একই সাথে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মাধ্যমে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। যেসব নারীরা জীবনধারণের জন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন না বা নিতে অনিচ্ছুক, তাদের জীবনমান উন্নয়নে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

কেউ যদি ইতোমধ্যে কোনো কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে, তবে তার কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তন না করেই তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গে অনেক নারী হাতে তৈরি বিড়ি বিক্রির ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল। তাদের এই কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন না করে বরং তারা সঠিক ও পর্যাপ্ত বেতন পাচ্ছে কি না তা প্রত্যক্ষ করা কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থিক নিরাপত্তা ইত্যাদি সুনিশ্চিত করাই প্রধান লক্ষ্য হতে পারে। কারণ কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তন করা হলে মুনাফা কমে যাওয়াসহ নানাবিধ ঝুঁকির সৃষ্টি হবে। ঝাড়খন্ডের বেশিরভাগ কৃষকই তাদের পূর্বপুরুষ এর পেশা কৃষি পেশায় থাকতে চায়। এই কাজে নারীদের (এবং তাদের পরিবারকেও) উদ্বুদ্ধ করে উদ্ভাবনী কৃষিজ কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ কাজে সেলফ ইমপ্লয়েড উইমেন্স এসোসিয়েশন (সেওয়া) এর মডেল প্রণিধানযোগ্য। সেওয়া এর মডেল অনুসারে কিষাণীরা যদি দলবদ্ধ হয়ে তাদের ফসলের ন্যায্য দাম চায়, তবে এই চাষাবাদ তাদের জন্য লাভজনক হবে। এছাড়াও তাদের চাষাবাদে বিনিয়োগ ও আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিলে সবদিক থেকেই কৃষক এবং এই কাজে জড়িত প্রত্যেকে লাভবান হবে। অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে আছে নির্মাণ শ্রমিকসহ বিভিন্ন কর্মীদের কল্যান সমিতির দ্বারা নথিবদ্ধ হওয়া। এতে করে তাদের কাছে বিওসিডাবলইউ কার্ড থাকবে। ফলে কোনো দুর্যোগের মুহূর্তে এই কার্ড ব্যবহার করে তাদের ত্রাণ সামগ্রী পাওয়া সহজতর হবে। একইসাথে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, লিঙ্গ বৈষম্য এবং শ্রেণিভেদের কারণে একজন মানুষ অনেকসময় অনলাইন থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে অপারগ থাকেন বা ঋণসহ বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করতে পারেন না। শুধু কর্মদক্ষতা থেকে দীর্ঘমেয়াদে পরিপূর্ণ সফলতা আসে না। তাই একজন মানুষের তার নিজের দক্ষতাকে প্রয়োগ করার পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কীভাবে ঋণ নেওয়া বা অল্প পুঁজি থেকে বড় অঙ্কের লাভ তুলে আনা যায় তা আয়ত্ব করা, মোটকথা আধুনিক দুনিয়ার প্রযুক্তি এবং সুযোগ সুবিধা কীভাবে গ্রহণ করা যায় তা জানতে হবে। এতে করে তারা নিজেদের দক্ষতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে উপকৃত হবে।

পরবর্তী প্রজন্মের নারীরা

প্রকল্পের একটা অংশ হিসেবে যেসকল নারীরা তথ্য সংগ্রাহকের কাজ করেছে, তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রাম নিয়েও জানার চেষ্টা করা হয়েছিল। তারা সকলেই বলেছেন কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাধারা, বাল্যবিবাহ এবং সুযোগের অভাবে তাদের নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রকল্পের হয়ে সমীক্ষা চালানোয় তাদের যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল তা তাদের পড়াশোনার খরচ মেটাতে যেমন সাহায্য করেছে, পাশাপাশি এর মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারকেও আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পেরেছে। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করাকে তারা উপভোগ করেছে। তাদের সকলেই ভবিষ্যতে নিজ যোগ্যতা দিয়ে চিকিৎসাসেবা, শিক্ষকতা, সরকারি চাকরিসহ ইত্যাদি পেশায় অংশগ্রহণ করতে চায়।

সংকট পরবর্তী সময়ে নারীর জীবিকা ও জীবনের পুনঃনির্মাণ
সেলফ ইমপ্লয়েড উইমেন্স এসোসিয়েশন (সেওয়া) ভারত

www.grripp.net

"নীতি ও অনুশীলনে লিঙ্গ সহনশীল নীতি এবং ইন্টারসেকশনালিটি" দ্বারা অর্থায়িত একটি প্রকল্প যা 'সহনশীলতা প্রশ্নে যোগাযোগ ও অংশীদারত্ব একটি UKRI কালেক্টিভ ফান্ড পুরস্কার।

GRRIPP Gender Responsive Resilience & Intersectionality In Policy & Practice
UK Research and Innovation
GCRF Global Challenges Research Fund